কাশীপুর বিধান-সভা কেন্দ্রে

সংযুক্ত বামপন্থী মোর্চা মনোনীত

কমিউনিষ্ট (মার্কসবাদী) প্রার্থী

অধ্যাপক

পীযূষ দাশগুপ্ত-কে

ভোট দিন

কাশীপুর বিধান-সভা কেন্দ্রে

সংযুক্ত বামপন্থী মোর্চা মনোনীত

কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) প্রার্থী

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত

ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

আসন্ন চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কাশীপুর বিধান-সভা কেন্দ্রের আসনের জন্য যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। শ্রদ্ধেয় মোহিত মৈত্রের শেষ ইচ্ছা এবং কাশীপুরের প্রগতিশীল নাগরিকদের দাবি অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) অধ্যাপক দাশগুপ্তকে এই কেন্দ্রে মনোনয়ন দিয়েছে এবং সংযুক্ত বামপন্থী মোর্চা সেই মনোনয়ন অনুমোদন করেছে।

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর শহরে ১৯২৪ সালে পীযূষ দাশগুপ্তের জন্ম হয়। সেখানকার হাইস্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে আই. এ. পরীক্ষায়, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৪২ সালে বি. এ. পরীক্ষায় এবং ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ বছরেই তিনি অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আর কেবল লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও তিনি বিপুল সুনামের অধিকারী হন। তা ছাড়া, ছাত্র-বয়সেই সুকবি, সুলেখক ও সুবক্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগদান করেন এবং উক্ত কলেজের নবদ্বীপ শাখায় অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। পরে সিটি কলেজে, স্কটিশ চার্চ কলেজে এবং মণীন্দ্র কলেজে একাদিক্রমে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে যে কী অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, ১৯৫৯ সালে মণীন্দ্র কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর পদচ্যুতির প্রতিবাদে সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ-প্রদর্শনই তার প্রমাণ। তখন তাঁর পুনর্নিয়োগের দাবিতে মণীন্দ্র কলেজে তিন সপ্তাহ, কলকাতার স্কুল-কলেজে এক সপ্তাহ এবং সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের স্কুল-কলেজে তিন দিন ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। শিক্ষাজগতে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত অর্থনীতির এম. এ. কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও—দর্শন, সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন

বিষয়ে লেখা তাঁর রচনাবলী পাঠক-সাধারণের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষায় অনূদিত মার্কসবাদের চিরায়ত গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এই পরিচয়ই তাঁর সমগ্র পরিচয় নয়— তাঁর পরিচয়ের ভগ্নাংশ মাত্র। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নির্ভয় সৈনিক, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের এক নিরলস যোদ্ধা, মেহনতী জনগণের এক নিঃস্বার্থ সংগ্রামী, কমিউনিস্ট পার্টির এক নিষ্ঠাবান সদস্য। শৈশবে মায়ের কাছে তাঁর দেশপ্রেমের দীক্ষা, কৈশোরে বাবার কাছে তাঁর সমাজসেবার শিক্ষা এবং যৌবনে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে তাঁর বিপ্লব-সাধনার পরীক্ষা।

* * * *

কমরেড দাশগুপ্ত একাধারে সুনিপুণ সংগঠক ও সংগ্রামী সৈনিক। 'কিশোর বাহিনী', 'ছাত্র ফেডারেশন', 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ,' কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনী সংস্থা, 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা তাঁর সংগঠনী কুশলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রসংগতঃ মণীন্দ্র কলেজের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালে যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবের দরুন কলেজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন অধ্যাপক দাশগুপ্তের নেতৃত্বেই অধ্যাপকবৃন্দ একদিকে নিজেদের বেতন হ্রাস করে এবং অন্যদিকে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে কলেজটিকে চালু রাখেন। পরবর্তী বছরে তাঁরই নেতৃত্বে কলেজের নূতন ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ শুরু হয়।

* * * *

আশৈশব সংগ্রামী এই মানুষটির জীবনে দমন-পীড়নের আঘাত নেমে এসেছে বারংবার। পরাধীন আমলে ইংরেজ সরকারের এবং স্বাধীন আমলে কংগ্রেস সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আক্রমণে তিনি বহুবার আক্রান্ত হয়েছেন। এখানে কয়েকটি-মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা হল ঃ—

১৯৩০-৩১ সালের অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম ঝটিকাকেন্দ্র মাদারীপুর। মহকুমা-শাসকের হুকুম ঃ সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, নিষিদ্ধ ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন। ··· কিন্তু কে শোনে কার নিষেধ? বেরিয়ে এল মাদারীপুর হাই স্কুল থেকে ছাত্র-মিছিল, মুখে মুখে বন্দেমাতরম্, হাতে হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা। ··· "কে পারে ঐ পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে কংগ্রেস-ভবনের শীর্ষদেশে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিতে?" — প্রশ্ন করলেন শিক্ষক-নেতা। "আমি পারি," এগিয়ে এল ছয়-সাত বছরের এক শিশু — পীযূষ। হ্যাঁ, পতাকা সেদিন উড়েছিল কংগ্রেস ভবনের শীর্ষে কিন্তু লুটিয়ে পড়েছিল পীযূষের সংজ্ঞাহীন দেহ পথের ধুলোয় — পুলিশের নির্মম লাঠির বেপরোয়া আঘাতে।

* * * *

১৯৪৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি। সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে। নবদ্বীপের পোড়ামাতলার মাঠে লোকে লোকারণ্য। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তা

"এই স্বাধীনতা শোষিত মানুষদের স্বাধীনতা নয়, এই স্বাধীনতা শোষকদের স্বাধীনতা —মিল-মালিক আর জমিদারদের স্বাধীনতা।" ...হঠাৎ নিবে গেল সব আলো। রাজনৈতিক গুণ্ডার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল বক্তার উপরে। লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল বক্তার ক্ষতবিক্ষত দেহ। সেই বক্তা ছিলেন কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত।

* * * *

১৯৫০ সাল। তেলেঙ্গানার আগ্নেয় সংগ্রামে সারা দেশ উদ্দীপিত। উদ্দীপিত এই পশ্চিম বাংলা, উদ্দীপিত কলকাতা। মিছিলে আর সভায় মুখর এই রাজধানী। এমনি একটি সভা চলছে হাজরা পার্কে। বক্তৃতা করছেন কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত। "বন্ধুগণ, আর পিছু হঠা নয়; এবার দিন আসছে মোকাবেলা করার......" হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে গর্জে উঠল পুলিসের বন্দুক। লাঠির ঘায়ে ছিটকে পড়ল সভার মানুষ। গ্রেফ্‌তার হলেন কমরেড দাশগুপ্ত। গ্রেফ্‌তারের পরে চল্‌ল তাঁর উপরে পাশবিক পীড়ন। ...তার পরে চল্‌ল দীর্ঘ ছাপান্ন দিন ধরে অনশন এবং প্রায় দুবছর বিনা-বিচারে কারাবাসের দুর্ভোগ।

* * * *

এমনি অসংখ্য ঘটনায় ভরে রয়েছে কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের নাতিদীর্ঘ কর্মজীবন। এইতো গত বছরের মার্চ মাসের খাদ্য-সংগ্রামের ঘটনা। গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা ঝুলছিল কমরেড দাশগুপ্তর মাথার উপরে। কিন্তু বাড়িতে রোগক্লিষ্টা স্ত্রী এবং দুটি শিশু-সন্তানকে পেছনে রেখে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ফেরার হলেন এবং পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একজন হিসাবে সংগঠিত করলেন সেই মহিমাময় গণসংগ্রাম—যার ফলে পিছু হটতে হয়েছিল কংগ্রেস সরকারকে, নতি স্বীকার করতে হয়েছিল জনগণের কাছে।

আজ সেই নির্ভয়, নিরলস ও নিঃস্বার্থ সংগ্রামী ও সংগঠক কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তকে আমরা মনোনীত করেছি কাশীপুর কেন্দ্রে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে। আমাদের ঐকান্তিক আবেদন এবং অবিচল বিশ্বাস যে কাশীপুরের নির্বাচকমণ্ডলী কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করবেন কেননা তাঁকে জয়যুক্ত করার অর্থ হচ্ছে তাঁদেরই খাদ্য ও জীবিকা, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার পথ প্রশস্ত করা।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কাশীপুর লোক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে নিত্য-গোপাল রায় কর্তৃক উৎপল প্রেস, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ১২।২ বাগবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-৩ থেকে প্রকাশিত।